প্রেস বিজ্ঞপ্তি

০৪ জুন, ২০১৬

'মৌলিক অধিকার বিষয়ক সুপ্রীম কোর্টের জনস্বার্থ মামলার রায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগ প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনাসমূহ' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন

ন্যয় বিচারে অভিগম্যতা, নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, জেন্ডার এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য, সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন জনস্বার্থ মামলার রায় বাস্তবায়নে করণীয় ও প্রয়োজনীয় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা নির্ধারণের জন্য, আজ ৪ জুন ২০১৬ ইং তারিখে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) এবং ও বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি এর যৌথ উদ্যোগে, কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস (সিএলএস) এর সহায়তায় যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত ম্যাক্সওয়েল স্ট্যাম্প (পিএলসি), ব্রিটিশ কাউন্সিল ও সেন্টার ফর এফেকটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন (সিইডিআর) এর সহযোগিতায় আয়োজিত **'মৌলিক অধিকার বিষয়ক সুপ্রীম কোর্টের জনস্বার্থ মামলার রায় বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগঃ প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনাসমূহ'** শীর্ষক একটি দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনে আইনজীবী, সাংবাদিক এবং সরকারী কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ ও সমন্বয় করা, সম্পদের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, বেসরকারী খাতের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি, তথ্য আন্দোলন এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে যাচাই প্রক্রিয়ার পদ্ধতি গঠন করার বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে তাদের ডাকা হয়।

সম্মেলনের মাধ্যমে জনস্বার্থে মামলার রায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ, তা হতে উত্তরণের উপায় নির্ধারণ, প্রান্তিক জনগোষ্টীর আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জনস্বার্থে মামলার ভূমিকাসমূহ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় সমূহ নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র বিচারক এর মতামত প্রাপ্তির পাশাপাশি সরকারী কর্মকর্তা, নাগরিক সংগঠন, মিডিয়া, আইনজীবী, বেসরকারী সংস্থাসমূহর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী ও শ্রমিকদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন মামলার রায় সমূহ বাস্তবায়নে গণমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম সমূহে এবং কর্মক্ষেত্রে আরো ব্যাপক পরিমাণে প্রচারণা প্রয়োজন। যৌন নির্যাতন বন্ধ সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশনার সঠিক বাস্তবায়নে চেম্বার অব কমার্স বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারে। এছাড়াও এ রায়সমূহ বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সহ অন্যান্য আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটিসমুহ এ বিষয়ে পর্যবেক্ষন এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। সম্মেলনে বেলা *এর প্রধান* নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান *পরিবেশ ন্যায়বিচার ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প বিষয়ক;* ব্লাস্ট এর অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে *শারীরিক ও মানসিক শাস্তি এবং ফতোয়ার মাধ্যমে বিচার বর্হিভুত শাস্তি প্রদান বন্ধ বিষয়ক এবং* বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ) এর নির্বাহী পরিচালক সালমা আলী *সামাজিক লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচার ও যৌন হয়রানী সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার রায় বিষয়ক উপস্থাপনা করা হয়।*

সম্মেলনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিচারিক প্রতিকার প্রাপ্তিতে বাংলাদেশে জনস্বার্থ মামলার রূপরেখা বিষয়ে বিচারপতি ইমান আলী, মাননীয় বিচারপতি, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট তার বক্তব্যে বলেন, "জনস্বার্থে মামলায় আদালত রায় বা নির্দেশনা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে এই রায় বা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা। যদি রায় বা নির্দেশনার লঙ্ঘন হয় তাহলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি পুনরায় আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে।"

সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ হুমায়ুন খালিদ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ মন্ত্রণালয় থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিপত্র আকারে প্রেরণ করা হয়েছে, তবে শারীরিক শাস্তি বন্ধে অভিভাবকসহ সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার জনগণকে আরো সচেতন হতে হবে।

অনুষ্ঠানে ব্লাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ড. কামাল হোসেন বলেন, জনস্বার্থে মামলার নির্দেশনাগুলো তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেওয়ার জন্য এবং জনগণকে সচেতন করতে সকলের একসাথে কাজ করতে হবে ।

কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস এর টিম লিডার জেরম স্যায়ার তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, "বাংলাদেশে জনস্বার্থে মামলার রায় ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপসমূহ বের হয়ে আসবে "ডিএফআইডি এবং কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিস প্রকল্প এই সম্মেলনের মাধ্যমে আশা করছে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে জনস্বার্থে মামলার রায় বাস্তবায়নে কি কি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে জানতে পারবে। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে সরকার, বেসরকারী সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা নেয়ার সময় এসেছে।"

সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে বাংলাদেশের তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার বলেন "জনস্বার্থে মামলার রায় বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা জানার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।"

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কমিটির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জেড. আই খান পান্না বলেন, "মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের প্রতিটি জেলা আইনজীবী সমিতিতেই অতি শীঘ্র যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা জরুরী। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারে।"

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, "জনস্বার্থে মামলার রায় বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব নির্বাহী বিভাগের। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের কার্যকরী ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এ বিষয়ে আরো সচেষ্ট হতে হবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।"

সম্মেলনে বিচারক, সরকারী কর্মকর্তা, বিজ্ঞ আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি এবং আইন বিভাগের শিক্ষকগণ অংশগ্রহন করেন। সমাপনি অধিবেশন আলোচক ছিলেন এডভোকেট আইনুননাহার সিদ্দিকা, আইএলওর ন্যাশনাল প্রজেক্ট অফিসার উত্তম কুমার দাস। অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক খালিদ মহিউদ্দিন।

বার্তা প্রেরক:

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd

ঈশিতা বিনতে শিরীন নজরুল

ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড এডভোকেসি, বিএনডব্লিউএলএ
মোবাইল নং: ০১৮৪৯৪৬১৭৮৭
ই-মেইল: eshita.cls.bnwla@gmail.com